সংবাদ

তারিখ 24 APR 2007
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে কী হচ্ছে

অযোগ্য শিক্ষক অব্যবস্থাপনা দুর্নীতি মেধার মূল্যায়ন না করে ছাত্র ভর্তি

রতন বাগ্চী

রাজধানীর সেরা কলেজের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি। এখানে ছাত্রভর্তি প্রতিযোগিতা বেশি। এই সেরা কলেজটিতে বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষকের অযোগ্যতা, নামে বেনামে কলেজ পুকুর লিজ নেয়া, দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার কারণে কলেজটি ঐতিহ্য হারাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে প্রকৃত ছাত্রের মেধা মূল্যায়নের মাধ্যমে বর্তমানে ভর্তি করা হচ্ছে না।

জানা গেছে, ১৯৬০ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভাতি ও দিবা- এই দুটি শাখা মিলে প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি ছাত্র আছে। কলেজে রয়েছেন মোট ৪ জন ভাইস প্রিন্সিপাল। অভিযোগ রয়েছে, ওই ৪ জনই ছাত্র ভর্তির সব কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিপুল অর্থের বিনিময়ে তারাই ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াচ্ছেন এবং ভর্তি কোচিং করাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দিবা শাখায় বাংলা বিভাগের মিসেস কামরুন্নাহার চাকরির বয়সসীমা প্রায় ১০ বছর পেরিয়ে গেলেও প্রভাষক হিসেবে কলেজে যোগ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সরকারি হিসাব ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষায়ও আপত্তি আছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র জানায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এবং কোন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করে কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন এবং বর্তমানে তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করছেন। পদ শূন্য হওয়ার আগেই তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি নেন। কলেজের অর্গানাইজেশন সমন্বয়কারী বলে কোন পদ নেই। কিন্তু তিনি প্রভাতি শাখায় নিয়োজিত শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন দিবা শাখার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি বোর্ড অফ গভর্নরসের সিদ্ধান্ত ছাড়াই দীর্ঘদিন দিবা শাখায় ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষের

পদ দখল করেছিলেন।

বর্তমানে কলেজে কোন অধ্যক্ষ নেই। কলেজের রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী অধ্যক্ষ হতে হলে তাকে অধ্যাপক পদমর্যাদার হতে হয়। কিন্তু মো. ফয়জুর রহমান সহযোগী অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও কখনও নিজেকে অধ্যক্ষ, কখনও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে চলেছেন এবং অবৈধভাবে বিভিন্ন কমিটি এবং প্রশাসনিক পরিবর্তন করে চলেছেন। মো. ফয়জুর রহমানের বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে গত ৫ এপ্রিল প্রভাতি শাখার শিক্ষক মো. মোস্তফা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগ রয়েছে মো. ফয়জুর রহমান দুর্নীতির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে একটি শক্তিশালী চক্র গড়ে তুলেছেন। ছাত্রদের বইপত্র কলেজ থেকে সরবরাহ করা হলেও তার জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার পর ছাত্রদের বইগুলো কলেজে ফেরত নিয়ে নেন। এর কোন জবাবদিহিতা নেই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না রাখলে মো. ফয়জুর রহমান প্রতিষ্ঠানটিকে মেধাশূন্য করে ফেলবেন এবং প্রতিষ্ঠানের চরম সর্বনাশ ডেকে আনবেন। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রতিটি বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ বিষয়গুলো সবাই জানেন এবং ভুক্তভোগী অভিভাবকরা সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে ভেবে কেউ ভয়ে মুখ খুলছেন না বলে অভিযোগে জানা যায়।

এদিকে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. ফয়জুর রহমান ও সহযোগী অধ্যাপক এবিএম শহীদুল ইসলাম বলেছেন ভিন্ন কথা। তারা বলেছেন, এ অভিযোগ মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. ফয়জুর রহমান বলেন, কলেজে ১৬০ জন শিক্ষক আছেন। কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলে সেদিন থেকে আমি চাকরি ছেড়ে দেব। তিনি আরও বলেন, সুষ্ঠু তদন্ত হলে অনেক সত্য বেরিয়ে আসবে এবং সে সবের নিরপেক্ষ প্রতিকার কলেজের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূলে যাবে।

অপরদিকে গত ১৩ এপ্রিল মসজিদ কমিটির সভাপতি ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. ফয়জুর রহমানের সভাপতিত্বে মসজিদ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহকারী অধ্যাপক মো. মোস্তফা লিজ গ্রহণের টাকা দেয়া থেকে শুরু করে কোন কর্তৃত্ব বলে পুকুরের মাছ ও হাঁস চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসবের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন এবং তার মতো একজন প্রথম শ্রেণীর চাকরিজীবীর জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ড আইনসম্মত কি না সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব মসজিদ কমিটির সভাপতি ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।